ইতিহাস অনার্স

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

থার্ড সেমিস্টার / 5th পেপার

সিন্ধু দেশে  আরব আক্রমণের কারণ সম্পর্কে যা জানো লেখ। (১০)

অষ্টম শতকের মধ্যেইইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়েছিল আটলান্টিক মহাসাগর থেকে সিন্ধু নদ এবং কাস্পিয়ান সাগর থেকে নীলনদ পর্যন্ত সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে এবং স্পেন, পর্তুগাল, দক্ষিণ ফ্রান্স, উত্তর আফ্রিকা, মিশর, আরব, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, আফগানিস্তান, পারস্য, বালুচিস্তানে উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশাল আরব সাম্রাজ্য। পারস্য জয় করার পর আরবদের দৃষ্টি পড়ে পূর্ব দিকে ভারত ভূমির উপর। নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে খলিফাগণ  মওয়ালিদের ভারত আক্রমণের উৎসাহিত করেন। 712 খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় এই পর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

আবার অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন সিন্ধু দেশে আরব আক্রমণের মূল কারণ ছিল ইসলাম ধর্ম প্রচার করা। ইতিহাসিক Dr A. L.Srivastava অন্যান্য অনেকে মনে করেন যে ইসলাম ধর্মের বিস্তারের উদ্দেশ্যেই আরবরা সিন্ধু দেশে আক্রমণ করে। ঐতিহাসিক শ্রীবাস্তব লিখেছেন -"the principal driving force was the religious zeal which made them feel and act of God was using them as agents for the propagation of Islam and the uprooting of infidel from the face of the earth "ঐতিহাসিক শ্রীবাস্তব আলোচনা করে দেখিয়েছেন যেআরবরা বিজিত অঞ্চলের মানুষদের উপর ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি কেবলমাত্র বলপূর্বক চাপিয়েই দেয়নি স্থানীয় ধর্মকেও তারা সম্পূর্ণ নির্মূল করেছিল।

অনেকের মতে ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন করাই ছিল আরবদের প্রধান লক্ষ্য। ঐতিহাসিক আর্নল্ড (Arnold) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন -"ধর্মবিশ্বাস অপেক্ষা প্রতিবেশীদের ধনরত্ন লুণ্ঠন ও তাদের রাজ্য গ্রাস করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।"বস্তুত আরবদের যুদ্ধ আইন অনুসারে পরাজিত শত্রুর সম্পদ লুট করা বৈধ ছিল। শরীয়ত এ খামস নামক এক প্রকার করের উল্লেখ আছে। এই প্রথা অনুসারে যুদ্ধক্ষেত্রে লুণ্ঠিত সম্পদ সেনাদল ও সরকারের মধ্যে ভাগ করে নেয়া হতো। অবশ্য এই বক্তব্য সম্পর্কে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে।

আরবদের সিন্ধু অভিযানের যাবতীয় তথ্য পাওয়ার জন্য আমাদের সাধারণত নির্ভর করতে আল বিলাদুরি গ্রন্থ , আল তারি ও খুলাসাত--উল আকবর নামক গ্রন্থের উপর। পরবর্তীকালে লিখিত দুটি গ্রন্থ যথা তারিখ- এ-সিন্ধ ও তুহাফাৎ -উল-কিরান গ্রন্থ থেকেও আরবদের সিন্ধু বিজয়ের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। এছাড়া চাচনামা গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

আরবদের সিন্ধু অভিযানের কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকগণ একমত নন। অধিকাংশ ঐতিহাসিক খলিফাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সিন্ধু অভিযান কে দেখেছন। 644 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আরবগণ পারস্য অধিকার করে। 650 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অক্ষনদী ও হিন্দুকুশ পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চল তারা দখল করে নেয়। আরব সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তা হাজ্জাজ--বিণ-ইউসুফের নেতৃত্বে আরব সেনা মধ্য এশিয়ার বুখারা, সমরখন্দ, ও ফরগনা অঞ্চল জয় করে নেয়। অতএব এই পরিস্থিতিতে ভারতের উপর আরব শাসকদের দৃষ্টি ছিল প্রত্যাশিত।

কেমব্রিজ ঐতিহাসিক উলসি হেগ জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠন তত্ত্বটিকেই আরবদের সিন্ধু অভিযানের মুখ্য কারণ বলে মনে করেন। কিন্তু ভারতীয় বহু ঐতিহাসিক মনে করেন এটি ছিল অন্যতম এবং প্রত্যক্ষ কারণ কিন্তু একমাত্র বা মূল কারণ নয়। ঐতিহাসিক শ্রীবাস্তব মনে করেন আরবদের সিন্ধু

আক্রমণের পশ্চাতে গভীর রাজনৈতিক ও ভৌমিক আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভারতীয় ধন সম্পদ লাভের আকাঙ্খা।

অনেকের মতে আরবদের সিন্ধু অভিযানের মূল কারণ ছিল ভারতীয় বাণিজ্যের উপর তাদের পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন। ইউরোপের বাজারে ভারতীয় মসলা, রেশম ও অন্যান্য পণ্য বিক্রি করে আরব বণিকরা প্রচুর মুনাফা লুঠত। ইতিমধ্যে আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী দেশগুলিতে আরব আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সমগ্র ভূমধ্য সাগরের উপর তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয় এবং এর স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে ভূমধ্যসাগরের দরজা ইউরোপীয় বণিকদের কাছে বন্ধ হয়ে যায়। ভারত তথা প্রাচ্যের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে আরবদের হাতে চলে যায়। এর পর তারা ভারতের পশ্চিম উপকূলে করে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়।

আরবদের সিন্ধু অভিযানের জন্য কিছু প্রত্যক্ষ কারণও ছিল, বলা হয় সিংহলে বসবাসকারী কয়েকজন মুসলমান বণিকের মৃত্যুর পর সিংহরাজ মৃত বণিকদের কন্যাদের একটি জাহাজে করে খলিফার পূর্ব সাম্রাজ্যের শাসন কর্তা হাজ্জাজের কাছে প্রেরণ করেন। কিন্তু ওই জাহাজ সিন্ধু সংলগ্ণ সমুদ্রে জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত  হয়। অন্য একটি মতে সিংহলের রাজা নিজে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে খলিফার উদ্দেশ্যে কিছু উপঢৌকন একটি জাহাজে প্রেরণ করেন। কিন্তু ওই জাহাজটি ও জলদস্যুদের লুণ্ঠিত হয়। অবশ্য ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ এই তত্ত্বটি কে মেনে নেননি। অপর একটি প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে বলা হয়, খলিফা ওয়ালিদ এর পিতা আব্দুল মালিক ভারত থেকে কিছু মহিলা ক্রীতদাস ও দ্রব্য সংগ্রহের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলেন। এই প্রতিনিধি দল সিন্ধুর দেবল বন্দরে উপস্থিত হলে পুনরায় জলদস্যু দ্বারা আক্রান্ত হয়। অর্থাৎ প্রতিটি ঘটনার মধ্যে লুকিয়ে ছিল সিন্ধু সংলগ্ণ সাগরে জলদস্যুদের তান্ডব এবং লুন্ঠন প্রচেষ্টা। এই সমস্ত ঘটনার জন্য আরব শাসনকর্তা হাজ্জাজ মর্মাহত হন এবং এই ঘটনার জন্য সিন্ধুর রাজা দাহিরের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। কিন্তু দাহির এই ব্যাপারে তার দায়িত্ব অস্বীকার করেন এবং ক্ষতিপূরণ দিতে অসম্মত হন। এর ফলে ক্ষুব্ধ' আরব শাসক হাজ্জাজ সিন্ধু অভিযানের পরিকল্পনা করে।

হাজ্জাজ প্রথমে ওবাদুললা ও পরে বুদাইল নামে দুই সেনাপতির অধীনে দুটি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু অভিযান দুটি ব্যর্থ হলে ক্ষুব্দ হাজ্জাজ মুহাম্মদ বিন কাসিম এর নেতৃত্বে তৃতীয় অভিযান প্রেরণ করেন। 711--712 খ্রিস্টাব্দে আরব বাহিনী ইরান ও মাকরানের ভিতর দিয়ে সিন্ধু বন্দরে পৌঁছায়। বলিসত নামে এক পাথর নিক্ষেপ করে আরব সেনা সুরক্ষিত দেবল বন্দর নগরী ধ্বংস করে দেয়। এরপর তারা নিরুন সিওয়ান অধিকার করে 712 খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি ব্রাহ্মণাবাদে পৌঁছায়। সেখানে সিন্ধুরাজ বাহিরের মূল বাহিনীর সঙ্গে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সংঘর্ষ হয় এই সংঘর্ষে দাহির পরাজিত হন। এক কথায় আরব বাহিনী অভিযানে জয়লাভ করে। এই সাফল্যের জন্য আরবীয়দের দক্ষতা যতনা দায়ী ছিল তার থেকে অনেক বেশি দায়ী ছিল রাজা দাহিরের অপদার্থতা। ইতিহাসিক শ্রীবাস্তব লিখেছেন-----" Thus did the first important town of India fall into the  hands of the Arabs note Due to any cowardice on the part of the Indian soldiers, but owing to the lethargy of and Indian ruler."

Answer is contributed by: পার্থপ্রতিম পাত্র, জয়পুর পঞ্চানন রায় কলেজ